১০ জানুয়ারি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) • সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আজকের এ দিনে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বজ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র"। পাকিস্তানে বন্দিকালীন তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁর লক্ষ্যে অটল ও অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা"। দেশ ও জনগণের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ বিশ্বে বিরল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর একটা যুগসন্ধিক্ষণ হচ্ছে ২০২১ সাল। এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে আমাদের নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সফলতার পথ ধরে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে আরও সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে পারবো - বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য
নির্মলেন্দু গুণ

প্রথম পর্ব

"In the long war between the
falsehood and the truth,
falsehood wins the first battle
and truth the last."

---Sheikh Mujibur Rahman
Rawalpindi,
5 January 1972

"সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চলমান যুদ্ধের শুরুতে মিথ্যার জয় হলেও, শেষ-পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়।"

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের কিয়ৎপূর্বে তাঁর পাহারায় নিয়োজিত জনৈক পাকিস্তানী সেনা-কর্মকর্তা
বঙ্গবন্ধুর কাছে স্মরণে রাখার মতো কিছু-একটা উপহার পেতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু
ঐ সৈনিক-রাজা আনার খানকে
ফিওদর দস্তয়ভস্কির বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট" বইটি উপহার দেন
এবং ইংরেজীতে উপরের কথাগুলো লিখে তিনি ঐ বইটিতে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন।

How significant and meaningful was that classic Novel --"Crime and Punishment" to be there.
What a departing-gift it was from Bangabandhu for a Pakistani soldier,
who was posted in the jail to keep an eye on him.
Seems like Nature sent that siginificant book in the Jail, where Bangabandhu
was supposed to be hanged.

Pakistan-Army commited henious war-crimes in Bangladesh, and on behalf of
the newborn Bangladesh, Bangabandhu, তাঁর ঐ সুরচিত অটোগ্রাফটির মাধ্যমে gave Pakistan the
pungent punishment, they deserved. What a slashing autograph it was!
একজন পাকিস্থানী সৈনিকের জন্য এর চাইতে স্মরণীয় অটোগ্রাফ আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় পর্ব

১০ জানুয়ারী ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি যখন পাক-হানাদার-মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেছিলো;
যখন 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিল ঢাকার আকাশ-বাতাস,
তখন মাতৃস্তন্য পানরত পঁচিশদিনের একটি ছোট্ট শিশু তার মায়ের স্তনের বোঁটা থেকে
সরিয়ে নিয়েছিলো তার মুখ এবং হাত-পা ছুঁড়ে হঠাৎ আনন্দে
খিলখিল করে হেসে উঠেছিলো সেই ছোট্ট শিশুটি।

শিশুটির মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তার বাবুটি হঠাৎ এমন অদ্ভুত আচরণ করছে কেন?
তার নাড়ী-ছেঁড়া প্রিয় সন্তানের হঠাৎ-এমন অমৃতে অরুচি হলো কেন? মার মনে রাজ্যের উদ্বেগ।

ঠিক তখনই সেই রমণীর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না,
বিশ্বাস করতে পারেন না তার নিজের চোখকে-- এই কি তিনি?
আমাদের কোটি প্রাণের প্রাণপুরুষ, বাঙালির পুরুষোত্তম,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান?
হায় আল্লাহ্! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

ঐ ছোট্ট শিশুটি একটুও অবাক হলো না। মনে হলো সে যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলো।
সে তার ছোট্ট হাত-পা ছুঁড়ে সানন্দে সোল্লাসে স্বাগত জানায় তাঁর প্রিয় মুক্তিদাতাকে।

বঙ্গবন্ধু দু'হাত বাড়িয়ে মাতৃকোল থেকে শিশুটিকে নিজকোলে তুলে নিলেন
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বঙ্গবন্ধুর অপত্যস্নেহস্নাত বুকে মাথা পেতে ঐ ছোট্ট দুরন্ত শিশুটি তখন ঘুমিয়ে পড়লো, যেন বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে

আমির হোসেন আমু, এমপি

আজ ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার মাধ্যমে সে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এইদিন স্বাধীন বাংলা নতুন সূর্যালোকের মতো চির ভাস্বর-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহান নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু বিহীন বাংলাদেশ তো কল্পনাতীত: সেটা হতো স্বাধীনতার অপূর্ণতা। ঐ সময় যখন বিভিন্ন দেশের কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তারা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করতেন, তারা শরণার্থীদের জিজ্ঞেস করতেন দেশ স্বাধীন হলে তারা ফিরে যাবে কিনা। তারা বলতেন বঙ্গবন্ধু ফিরলে দেশে ফিরে যাবো।

১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু মানুষের মুখে ছিল না কোন হাসি, বিজয়ের তৃপ্তির ছাপ, শুধু জিজ্ঞাসা বঙ্গবন্ধুর খবর কি? বেঁচে আছেন কিনা? আসবেন তো ইত্যাদি।

এমনি এক সময় ৮ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে একটি পরের দিন ৯ই জানুয়ারি বন্দরে পৌঁছান। ঐ দিন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন স্বাধীনতার অপরিসীম ও সন্ধ্যায় খবর ভেসে আসল বঙ্গবন্ধু বিশেষ বিমানে অজানার পথে। বঙ্গবন্ধু লন্ডনে হিথ্রো বিমান বন্দরে সংবাদ সম্মেলনে "বাংলার মুক্তি সংগ্রামে অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করেছে তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী হিসাবে নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য অনুরোধ জানাবে"।

পরিশেষে তিনি বলেন "আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই"। বিবৃতির শেষে সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন আপনি আপনার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন, সেই দেশ তো এখন ধ্বংসস্তূপ। তখন জাতির পিতা বলেছিলেন, "আমার বাংলার মানুষ যদি থাকে, বাংলার মাটি যদি থাকে একদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করবো"।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় ২৫ শে মার্চ রাতের শেষ প্রহরের দিকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "শেখ মুজিব is a Traitor. This time he will not go unpunished." সেই প্রেক্ষিতেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয়ী হওয়ায় ইয়াহিয়া খান থেকে ক্ষমতা নিয়ে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ঐ রায় আর কার্যকর হয়নি।

জানা গেলো বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ফিরছেন। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলে ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কমেট জেটটি অবতরণ করলে তার সম্মানে ২১বার তোপধ্বনি করা হয়। অভ্যর্থনা জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তারপর বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। পালাম বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা এবং বঙ্গবন্ধু মিসেস গান্ধীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর, মিসেস গান্ধীর সাথে মত বিনিময় শেষ করে (যে মত বিনিময়ে মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা নিয়েছিলেন) রওয়ানা হলেন তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলার উদ্দেশ্যে।

অবসান হলো লাখো মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারি কমেট জেট বিমানটি ঢাকার আকাশ সীমায় দেখার সাথে সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লাখো জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। লাখো মানুষের কণ্ঠে জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

বিমানের সিঁড়ি দেয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রিপরিষদ ও নেতৃবৃন্দ তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। সে এক অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নেমে আসার সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানকে বরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়। গার্ড অব অনার নেয়ার পর বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিদেশি মিশনের সদস্য, মিত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক অফিসার, বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে করমর্দন শেষ করে যাত্রা শুরু করেন রেস কোর্সের উদ্দেশ্য (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

নেতার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ মাইল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এবং সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করে লাখো জনতা জাতির পিতাকে অভিবাদন জানায়। সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের গগনবিদারি জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে স্বাধীন দেশের আকাশ বাতাস হয় প্রকম্পিত। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লেগেছিল। স্বচক্ষে অবলোকন না করলে জনগণের এই স্বতস্ফূর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব ছিল। আবেগপ্রসূত এই দৃশ্য অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙ্গালি জাতির কাছে ছিল একটি বড় প্রেরণা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতীক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।

এই বছর এক নতুন প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশে এবং জাতিসংঘের UNESCO-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এই জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে টানা ১২ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ভিক, তেজস্বী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সফল রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাতা ও উন্নয়নের কান্ডারী, উন্নত, সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহু লেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরসহ মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জঙ্গিদমন এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা বহু মর্যাদাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা তিনি দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত তিনি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এবং যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধীদের বিচার অনুষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পাপ মুক্ত করেছেন। বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি এবং পাশাপাশি উপর্যুপরি বন্যার মোকাবেলা করে যাচ্ছেন।

আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। তাঁর ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটবে।

তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক : রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের এই দিনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই মহান নেতার অনুপস্থিতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের উল্লাস-উদ্দীপনায় অপূর্ণতা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ সার্বজনীন উপলব্ধিতেও ছিল অতি প্রতীক্ষিত। তাই, ১০ই জানুয়ারি বাংলার মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে অনুভব করেছিল পরিপূর্ণ বিজয়ের স্বাদ।

জাতির পিতা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রাম করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম সকল ক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, সবসময় দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি হয়ে উঠেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে, শুরু করে প্রহসন। বাংলার নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন '...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ২৫-এ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী জাতির পিতাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতেও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিচল নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। একই দিনে সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটে তিনি লন্ডনে অবতরণ করেন। সেখানে কমনওয়েলথ মহাসচিবের আহ্বানে বাংলাদেশের সদস্যপদ গ্রহণে তাৎক্ষণিক সম্মতি জানান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংবাদ সম্মেলন করেন। জাতির পিতা ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি সকালে দিল্লীতে যাত্রা বিরতি দিয়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন। ঐদিন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখী করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতির পিতা ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ এর মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এদেশে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চালু করে। তারা '৭৫ এর ২৬ সেপ্টেম্বর দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মোস্তাক-জিয়া চক্র খুনিদের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে কূটনৈতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে, রাজনৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত করে। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। বিএনপি-জামাত সরকার এর ধারা অব্যাহত রাখে।

২১ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। একই বছর ১২ নভেম্বর 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল আইন, ১৯৯৬' সংসদে পাশ করে। এর মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের সকল বাধা দূর হয়। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে 'দিনবদলের সনদ' ঘোষণা দিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করি এবং পরপর তিনদফা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হই। আমরা জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর করেছি। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে।

গত বারো বছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ডে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার উন্নীত করেছি। এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। ৯৯ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিচ্ছি। পদ্মা সেতুর সকল স্প্যান বসানোর ফলে বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীর দু'প্রান্ত এখন সংযুক্ত হয়েছে। রাজধানীতে মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ-কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটি ছাড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থানের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করেছি। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে স্বার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। সুনীল-অর্থনীতির দ্বার এখন উন্মুক্ত। প্রথম 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা'-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ অর্জন প্রায় শেষ। মুজিববর্ষে আমরা অঙ্গীকার করেছি কেউ গৃহহীন থাকবে না। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দেব। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আমরা ২০২০-২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছি। ২৬ মার্চ ২০২১ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করব। কিন্তু, এরই মধ্যে বৈরী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়েছে। আমরা পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে ডিজিটাল মাধ্যমে চালু রেখে এ মহামারি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে নেমেছি। আমি ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছি, ক্রান্তিকাল উত্তরণে ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছি। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং মানুষের জীবিকা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২১টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। করোনা মহামারি প্রতিরোধে আমরা ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি- প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ত্রিশ লাখ শহিদ ও দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবো। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল অপশক্তি ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কার্যকরি ভূমিকা রাখব, ইনশাআল্লাহ।

আমি স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন: ১০ জানুয়ারি ১৯৭২